এক এগারো থেকে আজকের দিন বদলের সরকার:

বাংলাদেশ ও ইসলামের স্বার্থেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত

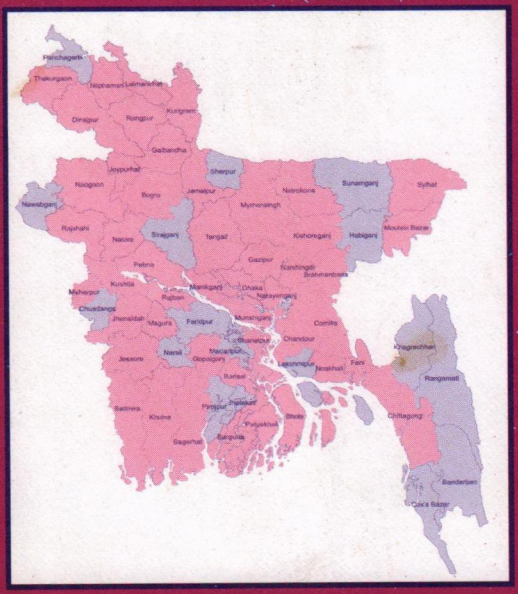

নাজমুল আলম

এক এগারো থেকে আজকের দিন বদলের সরকারঃ

বাংলাদেশ ও ইসলামের স্বার্থেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত

নাজমুল আলম

www.pathagar.com

এক এগারো থেকে আজকের দিন বদলের সরকার:
বাংলাদেশ ও ইসলামের স্বার্থেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত

প্রকাশনায় ঃ
ইতিহাস পরিষদ
ছোট বলি মেহের
সাভার, ঢাকা

ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
ফেব্রুয়ারী ২০১০

মূল্যঃ ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এক এগারো থেকে আজকের দিন বদলের সরকার: বাংলাদেশ ও ইসলামের স্বার্থেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত

বিএনপি-জামায়াত তথা চার দলীয় জোট সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের প্রাণাধিক প্রিয় ধর্ম বিশ্বাস মহান ইসলামের জন্য অন্য সব দলের চেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল। এ সরকার দুই কি তিন টার্ম ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশে একটি আধুনিক উন্নত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারত। বাংলাদেশ ও ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তি ততদিনে দুর্বল ও কোনঠাসা হয়ে যেত। বস্তাপঁচা বিতর্ক ও অহেতুক বিভক্তি শেষ হয়ে গিয়ে চীন ভারত মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের মত বাংলাদেশও উন্নতি ও সমৃদ্ধির পানে নিজ সাধ্য মত অগ্রসর হত। কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে এর জন্মলগ্ন থেকেই চক্রান্তে লিপ্ত ইহুদী নাসারা হিন্দু ও নাস্তিক্যবাদী বিশ্বচক্র যে করেই হোক বাংলাদেশকে জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তির শাসনের আওতা থেকে বের করে তাদের বশংবদ গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে এ দেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.pathagar.com

শুরু হয় বহুমুখী ষড়যন্ত্র। '৯১-এর নির্বাচনের পর বিএনপিকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়ার জন্য একজন জঘন্য মানসিকতার দালাল ব্যক্তিকে মহাসচিব বানানো হয়। ঢাকা মহানগরীর দায়িত্বেও বেছে আনা হয় একজন ভিন্ন চেতনার লোক। ২০ বছরের আবদুল মান্নান ভুইয়া ও তার সমমনা লোকেরা জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের প্লাটফর্মকে তছনছ করে দিয়ে প্রভুদের বদান্যতায় ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। বিএনপি তার উপর ন্যস্ত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অবুঝ বিলাসিতা, দুর্নীতি ও অনৈক্য বিএনপির ক্ষতি করে এবং বিএনপিকে তার সমমনাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে বিএনপি জামায়াত বা চার দলীয় জোটকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে ইহুদী খৃষ্টান হিন্দু ও নাস্তিক্যবাদী বিশ্বশক্তি তাদের পূর্ণ মনযোগ নিবিষ্ট করে। ঢাকায় কর্মরত কয়েকজন কূটনীতিক সরাসরি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নানামূখী তৎপরতা চালাতে শুরু করেন। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' ও ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা 'র' একযোগে ঢাকায় কাজ করতে থাকে। তারা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ করে। রাজনীতিক, সাবেক সেনা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানো হয়।

এ ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি কাজ তারা করে -

১. সেনা বাহিনীকে জাতিসংঘ মিশনে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা। সেনা বাহিনীর নেতৃপর্যায়ে অর্থ ও ক্ষমতার লোভনীয় টোপ দেয়া।

২. যে কোন মূল্যে ইসলামী শক্তির একটি অবিসংবাদিত মুখপত্র দৈনিক ইনকিলাবকে তার মিশন থেকে বিচ্যুত করে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিচালিত করা।

www.pathagar.com

৩. বিএনপি ও এর চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারকে বিধ্বস্ত ও অক্ষম করে ফেলা।

৪. চারদলীয় জোট যে কোন মূল্যে ভেঙে দেয়া এবং এর বাইরের অন্যান্য দলের সমন্বয়ে মহাজোট গঠন করে হলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা।

৫. 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' - শ্লোগান তুলে বিএনপি-জামায়াত জোটকে পর্যুদস্ত করে দেয়ার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কুশলী কারচুপির মাধ্যমে সংসদে ব্রুট মেজরিটি অর্জন।

বাংলাদেশ ও ইসলামবিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয় অন্যায় সব আন্দোলন। বিএনপির কিছু আচরণে এসব আন্দোলন আরো বাতাস পায়। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, চিন্তাশীল নাগরিক ও নিষ্ঠাবান পরামর্শকদের কথা তখন কানে নেয়ার মত অবসর, স্থিরতা, ধৈর্য বা মন বিএনপি-জামায়াত জোট নেতৃত্বের ছিল না। তারা একটি নির্বাচন জেতার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন মাত্র। ষড়যন্ত্রের জাল ও নেপথ্যের শিকারী তাদের চোখে পড়েনি সে মুহূর্তে।

যখন নানা রঙের পট পরিবর্তনের এক পর্যায়ে জনগণ একটা সমাধান কামনা করতে শুরু করে। তখন বিদেশী নির্দেশনায়, কতিপয় সেনা-কর্তার ছত্রছায়ায় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে ইহুদী নাসারা ও হিন্দুদের 'রোডম্যাপ' বাস্তবায়নে নেমে পড়ে। জনগণ শুনতে পায় আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার তারিখ 'নাইন ইলেভেনের' মত 'ওয়ান ইলেভেন'। মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের শান্তি প্রতিষ্ঠার 'রোডম্যাপে'র মতো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের 'রোডম্যাপ'। আর রাজনীতিবিদদের চরিত্রহনন ও উদ্যোক্তা- ব্যবসায়ীদের তছনছ করে

www.pathagar.com

দেয়া 'দুর্নীতি দমন' ও 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' কর্মসূচি। ইউরোপ আমেরিকার নতুন উপনিবেশ কায়েমের শক্তিকেন্দ্র রুপে নিযুক্ত হয় 'নির্বাচন কমিশন'। যারা ইসলামী রাজনীতি বিলুপ্ত করার কাজে নিয়োজিত। '৭০ এর মতো নির্বাচন করার ভবিষ্যৎবাণী দিতেও তারা সক্ষম। শত বাধা ও সমালোচনার মুখেও ধর্ম পরিচয় বিহীন জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার কার্ড প্রকল্প তারা সেরে ফেলেছেন। দুর্বোধ্য ডিজিটাল কারচুপির নির্বাচন শেষে রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকা ব্যালট পেপারের মুড়ি যে খুঁজে পাবে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দাতা এ নির্বাচন কমিশন এখন থেকে তাদের সব কাজকর্ম প্রশ্নাতীত করার জন্য 'ইনডেমনিটি' পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একটি সম্মানজনক নিরপেক্ষ আসনে বসে যারা বিএনপিকে ভাঙার নগ্ন অপপ্রয়াস চালিয়েও আজ ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ কমিশনের শক্তির উৎস যে কোথায় এবং তা যে কত মজবুত তা কি নাগরিক সমাজ ভেবে দেখবেন? আমাদের জানা নেই, বাংলাদেশের গণতন্ত্র, নাগরিকদের রাজনীতির স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার কত দিনের জন্য এই ঔপনিবেশিক শক্তিকেন্দ্রের হাতে বন্দী হল?

এক/ এগারো ওয়ালারা ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দেশ পরিচালনা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কি কি করেছে, করছে বা করবে তা সংশ্লিষ্টরা বুঝবেন। সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরা যা কিছু খোলা চোখে দেখে চলেছি তার সামান্য ক'টি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। আশা করি দেশবাসী চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত আছেন। এখন নিজেদের আশংকা উদ্বেগ ও অসহায়ত্বটুকু উপলব্ধি করার পালা, সতর্ক হওয়া ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার পালা। তাছাড়া, এটি দায়িত্বশীলদের জন্য একধরনের উপদেশ বা পরামর্শও বটে যাদের সুস্থ মনোভাব আর

www.pathagar.com

সঠিক সিদ্ধান্তের উপর দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আল্লাহ আমাদের নেতৃবর্গকে সুমতি ও সৎ জীবনাচার দান করুন।

- জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা থেকে নাগরিকদের ধর্মীয় পরিচয় তুলে দেয়া হয়েছে। যাতে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচয় ধীরে ধীরে মুছে যায়। শয়তানী শক্তির স্বপ্ন পূরণ হয়ে হাজার বছরের মুসলিম শাসন শৃংখলা কালচার ও ঐতিহ্যে লালিত বাংলাদেশ সেক্যুলার তথা ধর্মহীন দেশে পরিণত হয়।

- শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি তুলে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। ইহুদীরা শনিবার ও খৃষ্টানরা রবিবার ধর্মীয় কারণেই সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ করে নিয়েছে। মুসলমানরা শুক্রবার ছুটি পালন করলেই একশ্যেণীর লোকের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। অথচ গোটা মধ্যপ্রাচ্য শুক্রবারই ছুটি পালন করে। দূরপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে তাদের কোন সমস্যা হয়না। বাংলাদেশকে নিয়েই কেবল ইহুদী খৃষ্টানদের এজেন্টরা চক্রান্ত চালাতে ব্যস্ত।

- বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে একজন হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হবে কবে সে আশায় পথ চেয়ে আছেন। এতে না কি তিনি খুশী হবেন। তাহলে কি তিনি তাঁর মায়ের মত মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেয়ে খুশী নন? বাংলাদেশ মুসলিম পরিচয়ে টিকে থাকলে একদিন তো জয় নিজেও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। খোদা না করুন, অন্য কিছু হলে

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী কেন তিনি ও তার মত যুবকেরা একটি ভালো চাকুরিও তো পাবেন না।

- আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় বসে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেছে বেছে হিন্দু কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়ে বিচার ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সকল পদকে হিন্দুকরণ করেছে। খোঁজ নিয়ে ও হিসাব মিলিয়ে দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন। মনে হবে, বাংলাদেশ যেন এখন সংখ্যালঘু হিন্দুশাসিত একটি রাষ্ট্র।

- শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই একজন হিন্দু আইজি বসিয়ে দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নেতৃত্বও ভারতভক্তদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন ইত্যাদি ইতোমধ্যেই ভারতভক্তদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে গেছে। ক্যাডার সার্ভিসে আরো হিন্দু পাওয়া গেলে সবক্ষেত্রেই তাদের বসানো হতো। তবে এ ধারা অব্যাহতভাবে চলবে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হিন্দুরাই হবে বাংলাদেশের কার্যকর চালিকাশক্তি ও প্রধান নিয়ন্ত্রক।

- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে দিল্লী থেকে এনে পাঁচজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে। যা একটি স্বাধীন দেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ ধরনের বিশেষজ্ঞ আমাদের দেশে ভূরি ভূরি রয়েছেন। এতে দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের টেলিযোগাযোগে আড়ি পাতা বা রেকর্ড করা ভিনদেশীদের পক্ষে সম্ভব।

- বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপত্তা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সকলস্থানে ভারতভক্তদের বেছে বেছে নিয়োগ দিয়ে

www.pathagar.com

স্বাধীন দেশকে একটি নিরামিষ ও অক্ষম 'ভারতবান্ধব' অনুগত রাজ্যে পরিণত করা হচ্ছে। বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে এ কাজটি আরো নিখুঁত ব্যাপক ও টেকসই করা হচ্ছে। ভারত সরাসরি বাংলাদেশে প্রবেশ করে বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে যা যা করতো নতজানু সরকারের নিঃশর্ত আত্মসমর্পনে এ দেশীয় লোকজন দিয়েই প্রায় ততটুকুই করতে পারছে। এ জাতির ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত সৈনিকদের দ্বারাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশের এ কাজ তারা করাতে সক্ষম হচ্ছে। এ পর্যায়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে, তারা কি স্বাধীন হয়েছিলেন, স্বাধীন থাকার জন্য না বিজাতির হাতে পুনরায় পরাধীন হওয়ার বাসনা নিয়ে?

- বিডিআর অসন্তোষের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ লালন করে সংকটময় পরিবেশ তৈরি করে অজ্ঞাতপরিচয় কিলিং গ্রুপ দিয়ে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর নির্বাচিত অংশটিকে ঠান্ডামাথায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে পাশাপাশি একই সাথে বিডিআরকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বিচারের নামে ভারতভক্তদের দিয়ে হত্যা, প্রতিশোধনিবৃত্তি, সত্যগোপন ও নির্যাতনযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। বিডিআর ঘটনার রহস্যময় (অথচ ওপেন সিক্রেট) ড্রামা আর চেপে যাওয়া সত্য কোনদিন সুস্পষ্ট না হলেও আল্লাহর আরশে এর কম্পন, জনমনে এর সংবেদন, নিহত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত ও অসহায়দের আর্তনাদ আর স্বজনহারাদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস জ্বলন্ত অভিশাপ হয়ে এ ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক ও এর মূল হোতাদের স্পর্শ করবেই। সব বিচারকের বিচারক মহান আল্লাহর আদালতে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবেই। প্রকৃতির অমোঘ বিচার জীবনভর তাদের তাড়া করবেই।

www.pathagar.com

- প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জয় ইরাকে মুসলিম গণহত্যার নায়ক ইহুদী জেনারেলের গবেষনার সঙ্গী। তিনি তার পরামর্শে বাংলাদেশে ইসলামী ভাবধারা বিনাশে কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তিনি বানোয়াট তথ্য প্রচার করে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের জন্য হুমকি তৈরি করছেন। বাংলাদেশে মসজিদ মাদরাসা ও বোরকা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। বিশ্ব ইহুদী খৃষ্ট চক্রের সাথে বৈবাহিক ও হিন্দুদের সাথে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তাসূত্রে তিনি তাদের হয়ে বাংলাদেশকে তার হাজার বছরের মুসলিম পরিচয় থেকে ধর্মহীন সেক্যুলার ও হিন্দুপ্রভাবিত রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে চান। তার খালাতো ভাই অর্থাৎ শেখ রেহানার পুত্রও ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে জড়িয়ে গেছেন। বসবাস, বিবাহ. সম্পর্ক, ইত্যাদি সূত্রে বঙ্গবন্ধু পরিবার ভিনজাতির দ্বারা প্রভাবিত হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যত কি হবে? শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানেরই বা কি ভবিষ্যত? কেন তারা বাংলাদেশের কোন মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে পারলেন না, ইহুদী ও খৃষ্টান-সমাজে আত্মীয়তা করলেন? এর পরিণতি আমাদের দেশ ও জাতিকে ভোগ করতে হবে।

- গুজরাটি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের জামাই হিসাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (যিনি বাংলাদেশের সৈয়দ পরিবারের সন্তান) নির্মমভাবে ইসলামের উপর আঘাত করে চলেছেন। সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' তথা ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়েবার বাণী তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করায় তিনি বাংলাদেশের বরেণ্য আলেমদের কটাক্ষ করে জাতিকে অপমান করেছেন। সৈয়দ নামধারী এই মুসলিম সন্তান

www.pathagar.com

কি তবে তার শ্বশুর পক্ষের ব্রাহ্মন্যবাদী নীতিমালা পছন্দ করে নিয়েছেন? তার ভাষায় 'মৌলভীদের কথায় দেশ চলবে না, - বলে তিনি কী বলতে চেয়েছেন? তাহলে কি এখন থেকে ব্রাহ্মণদের কথায় দেশ চলবে? তিনি বলেছেন, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের নাম নিয়ে বড় বড় কথা চলবে না, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে না। তার 'বিশ্ব' মানে নিজ শ্বশুর বাড়ী ভারত? ভারত তো আর বাংলাদেশের সব মানুষের শ্বশুর বাড়ী নয়। তাছাড়া তার মনের আশা পূরণের পথে বাধা দেখা যাচ্ছে তিনটি- জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তিনি কি এ তিনটি বিষয়ের বিরুদ্ধেই কোন মিশনে নেমেছেন?

উড়ে এসে জুড়ে বসা অ-আওয়ামী লীগ আইনমন্ত্রী কিছুদিন পর পর এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের অন্তরে আঘাত করে থাকেন। একবার তিনি বলেছেন, 'মাদরাসা হচ্ছে জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র'। এ সর্বনাশা উক্তির ফলে দেশব্যাপী নিন্দা ঘৃণা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তিরস্কৃত হন বলে শোনা যায়। এখন আবার তিনি বলছেন, 'আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটি সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হবে এবং এ দেশে ইসলামী রাজনীতি, নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ইহুদী খৃষ্ট চক্রের এজেন্ট হয়ে কাজ করলে তিনি কি মহাজোট সরকারের মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য থাকবেন? শেষ পর্যন্ত তার কথা ও কাজের দায় কি সরকার নেবে?

◆ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারে উড়ে এসে জুড়ে বসা আরো কিছু নব্য অথবা সংযুক্ত লোক মহাজোট সরকারকে বিতর্কিত

www.pathagar.com

করে চলেছে। বাম ঘরানার নাস্তিক্যবাদী চেতনার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কবির চৌধুরী অসাংবিধানিক পন্থায় ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষানীতি তৈরি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছেন। বর্তমান সরকার কি এর দায় এড়াতে পারবে? বামরা তো বঙ্গবন্ধুর সরকারেরও ১২ টা বাজিয়ে ছিল? এরা কেন আবার আওয়ামী লীগের কাঁধে সওয়ার হয়ে দলটিকে বিপদে ফেলতে শুরু করেছে, আওয়ামী নেতৃবর্গ কি তলিয়ে দেখবেন?

◆ একটি মামলার রায়ের বাহানায় ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত সংবিধান মেরামত করে বিসমিল্লাহ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণে একটি অসম্ভব আবহ ও খিচুড়িতন্ত্র তৈরির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বিষয়টিতে সরকারের মৌন সম্মতি ও কৌশলপূর্ণ অংশগ্রহণ স্পষ্ট হয়ে ওঠায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের মনে সংশয় দানা বাঁধছে। সংবিধানের উদ্দেশ্যমূলক সংশোধনের মাধ্যমে দেশ সমাজ রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এ হীন প্রয়াস জাতি কোনদিন মেনে নেবে না। হাজার বছর ধরে ইসলামী সংগঠন সভা সমিতি এ বাংলায় প্রকাশ্যভাবে চালু রয়েছে। এই বাংলায় ইসলামের অবদানই একে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ করেছে। অতএব ইসলাম বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত এ মাটিতে কার্যকর করা যাবে না।

www.pathagar.com

- প্রধানমন্ত্রী 'ইসলাম বিরোধী কোন আইন করা হবে না' অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এলেও বর্তমানে কোরআনের সুনির্দিষ্ট আইন পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে জাতিকে হতবিহ্বল করে দিয়েছেন। অবিলম্বে তার এ অসতর্ক উক্তি প্রত্যাহার করা কর্তব্য।

- নাস্তিক্যবাদী শক্তি রাষ্ট্রপতির মুখ থেকে ইসলাম বিরোধী উক্তি আদায় করতে সচেষ্ট। 'সব ধরনের ফতোয়া বন্ধ করুন'- মর্মে ঘোষণা এনে তারা শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতির অঙ্গনের মত এ দেশের মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও আর্থ সামাজিক জীবন থেকেও ইসলামকে উৎখাত করতে চায়। অথচ ইসলামী অনুশাসন ছাড়া এ দেশ ও সমাজ পাশ্চাত্যের পশু সমাজে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

- বস্ত্রমন্ত্রী বলেছেন, "ধর্ম পালনের নেশা মদের নেশার মতো।" ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিতর্কিত ডিজি বলেছেন, 'ইসলাম মানেই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ, অন্য কোন ধর্মে তো এসব দেখা যায় না।' সরকারী এক আমলার মুখেও শোনা যায় ইসলাম বিরোধী উক্তি। তিনি বলেন, 'ইসলাম নামটি শুনলেই চোখে ভেসে উঠে পশ্চাতপদতা ও সাম্প্রদায়িকতা।' সরকার সমর্থক এক বুদ্ধিজীবি বলেছেন, 'ইসলাম বাদ দিয়ে এখন আমাদেরকে বাঙালিত্বে ঈমান আনতে হবে।' ধর্ম বিদ্বেষী চক্রের এ ধরনের চতুর্মূখী প্রচারণার উদ্দেশ্য কি? তাহলে কি দিন বদলের অর্থ ধর্ম বদল? ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তারা কি ইসলাম বিহীন কুফুরী সমাজ বুঝাতে চান? নতুবা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ না করে তারা অযথাই কেন জনগণের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে আঘাত করছেন?

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী দিল্লী সফরে গিয়ে উচ্চ সমাদর ও সম্মাননা পেয়েছেন। এটা কিসের বিনিময়ে? ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় দেশ ধ্বংস হওয়া আর পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকার বিনিময়ে? বন্দর ব্যবহারের নামে বাংলাদেশে অবাধ বিচরণের সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে? দিল্লীর কৌশলগত সকল চাহিদা পূরণে সম্মত হয়ে প্রাথমিক কিছু চুক্তি স্বাক্ষর করার বিনিময়ে? না কি জেনারেল (অবঃ) মঈনের ঘোড়া প্রাপ্তি থেকে আর্মি-বিডিআর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ এবং আইন, সংসদ, প্রশাসন, বিচার, গণমাধ্যম, ব্যবসা, বাণিজ্য, টেলিযোগাযোগ, নিরাপত্তা বাহিনী সহ সকল অঙ্গনে মহাজোট সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডই ভারতীয় স্বার্থরক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রভাব বিস্তারে নিবেদিত রাখার পুরষ্কার স্বরূপ?

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, সবদিক সামাল দিয়ে যা কিছু করতে পারেন করুন। কিন্ত বাংলাদেশকে ইসলামশূন্য করা, মুসলিম জনসাধারণকে আর্থ-সামাজিক, বিচার প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আবার হিন্দুদের গোলাম বানানোর চেষ্টা, সংবিধানকে 'আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মহীন করা, বাংলাদেশের ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা আপনার ঠিক হবে না। দু'দিন আগে পরে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে। শোনা যায়, আপনার পূর্ব পুরুষ শেখ আবদুল আওয়াল ইরাক থেকে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তিনিতো ধর্ম নিরপেক্ষতা কায়েমের জন্য আসেননি। আপনার মরহুম পিতা জোর গলায় দাবী করতেন, 'আমি মুসলমান'। তিনি বলতেন, 'বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।' আপনি নিজেও গর্ব ভরে বলে থাকেন যে, 'আমি মুসলমান।' তাহলে শান্তিপ্রিয় ও উদার মুসলিম দেশ হিসেবে

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে থাকতে দিন। ধর্ম নিরপেক্ষ তথা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিহীন অবিশ্বাসী দেশে পরিণত করবেন না। মনে রাখবেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা এক নয়।

- ১৫ ই আগষ্ট হত্যাকান্ডের বিচার কার্যকর হয়েছে। এতে যারা অস্ত্রহাতে অভিযানে ছিলেন তাদেরকেই বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। কিন্তু তখনকার দায়িত্বশীল প্রতিটি বিভাগ ও ব্যক্তিকেই জবাবদিহিতায় আনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতিসহ অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের নিরাপত্তায় আর্মি, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ ও নেতাকর্মীদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক দায়িত্ব রয়েছে। তারা কে কী করেছে, কেন ব্যর্থ হয়েছে। এ সবও আলোচনায় আসা উচিৎ। বিচারের দৃষ্টান্ত যেমন অপরাধীদের হীনবল করে, নিখুঁত ও ব্যাপক বিচার সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও সতর্ক ও সাবধান করে। খোদা না করুন, দলের যেসব নেতাকর্মী কথায় কথায় জীবন উৎসর্গ করে, কোন সংকটে তারা কি ভূমিকা রাখবে এটাও ভাবার বিষয়। বঙ্গবন্ধুর বেলায় এ নজীরটি ছিল খুবই দুঃখজনক। তাছাড়া, ১৫ই আগষ্ট রাতে কোন কোন দুতাবাস যে ধরনের ভূমিকা রেখেছিল বলে বিভিন্ন বই পত্রে পাওয়া যায়, এদেরকে কতটুকু বন্ধু ভাবা যায় বা বিশ্বাস করা যায়, এসবও বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।

- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় যুব কর্মী ছিলেন। সিলেট গণভোটে তিনি উজ্জল তরুণ নেতা হিসাবে যখন শরীক হন তখনই বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সাথে তার প্রথম সাক্ষাত। সময়ের বিবর্তনে এই বঙ্গবন্ধুই পাকিস্তান থেকে বের হয়ে নতুন দেশ সৃষ্টির মূল নেতা। আজকের বাংলাদেশেও '৭১-

www.pathagar.com

এর ভূমিকা দেখে সবাইকে বিচার করা ঠিক হবে না। আগামী দিনে স্বাধীনতা রক্ষা ও নতুন কোন মুক্তিযুদ্ধে '৭১- এ কোন বিরোধী ব্যক্তি বা শক্তিও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। অতএব ঢালাওভাবে জাতিকে বিভক্ত না করে ন্যায় নীতি ও বাস্তব রাজনীতির আলোকে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। যেমনটি ভারতে করা হয়েছে। সেখানে একদিনের জন্যও স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে কোন কথা উঠেনি। এবং বিপুল সংখ্যক ভিন্ন মতের মানুষ থাকা সত্ত্বেও জাতির ঐক্য ও সংহতির জন্য স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞ নেতৃত্ব এ প্রসঙ্গ কখনই তোলেননি। বাংলাদেশ কি এসব বিষয়ে আরো বিবেকসম্মত রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করতে পারে না?

জনগণ দিন বদলের কথা শুনে আশান্বিত হলেও চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য তাদের হাতের নাগালে আসেনি। কৃষককে বিনামূল্যে সার, ঘরে ঘরে চাকুরী, স্বল্পমূল্যে চাউল- এসব প্রতিশ্রুতির একটাও বাস্তবায়ন হয়নি, হয়নি ডিজিটাল বাংলাদেশের 'ডি'-ও। সুশাসন প্রতিষ্ঠার বদলে চলছে ইতিহাসের জঘন্য ও নগ্নতম দলীয়করণ। বিচার ব্যবস্থাও অন্যায় হস্তক্ষেপে জর্জরিত। মানুষ দেখতে পাচ্ছে অপ্রতিহত চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি; গ্রাম-গঞ্জ, শহর নগরের প্রতিটি হাট বাজার খাল-বিল ব্যবসা বাণিজ্য ও সামাজিক অঙ্গনে আগ্রাসী দলীয়করণ। প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে সোহাগপূর্ণ ভাষায় ছাত্র যুবক্যাডারদের ধমক দেন কিন্তু কাজ হয়না। খুনোখুনি টেন্ডারবাজি গুন্ডামী চলছে তো চলছেই।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অতীতের সবসময়ের চেয়ে খারাপ। চুরি ডাকাতি ছিনতাই খুন গুম ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপ নিত্য দিনই ঘটছে।

www.pathagar.com

বিচার বহির্ভূত হত্যা নিয়ে সরকারী লুকোচুরি বিস্ময়কর। মানবাধিকার বিরোধী এ কাজটি তুলে দিতে সরকার নারাজ। শেষপর্যন্ত কোন কোন নেতা বলেছেন, এক বছর পর এটা তুলে দিবেন এবং নেতা মন্ত্রী এমপিদের সম্পদের হিসাবও এক বছর পর জমা করা হবে। গত একবছর ও আগামী বছর এই দুই বছর তারা কি হিসাবের বাইরে থাকতে চান? বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড কি একবছরেই তাদের টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম?

ইহুদী নাসারাদের তত্ত্বাবধানে দূর্নীতি জরিপ সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে পর পর কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল। এটি তাদের *Give the dog a bad name and kill it* পলিসির অংশ। অর্থাৎ, বাংলাদেশকে বদনাম কর, এরপর দুর্নীতি দমনের নামে দেশটিকে কৌশলে কব্জা কর। একবছরের মাথায় বাংলাদেশকে তারা ১৩ নাম্বারে নামিয়ে এনেছে। কোথায়, জনগণ তো দুর্নীতি কমেছে বলে মনে করতে পারছেনা। ঘুষ কি বন্ধ হয়েছে? টেন্ডারবাজি কি দেশ থেকে উঠে গেছে? এখন তো শোনা যায় ছোট দাগে নেতা মন্ত্রীরা কিছু করেন না। যা লেনদেন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ডিজিটাল হয়। বড় বড় প্রকল্পে হাজার কোটি, শত কোটি হিসাবে ব্যয় বাড়িয়ে ধরা হয় এবং বর্ধিত অংশ আলগোছে চলে যায় বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়দের হাতে। সরকারী দফতরে যে দুর্নীতির বিষয়ে কাগজপত্রে চিঠি চালাচালি হলো প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও দূর্নীতির দায়ে জেলখাটা এক উপদেষ্টার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে কত আস্ফালন। সূত্র উল্লেখ করে সংবাদটি ছাপার কারণে সম্পাদকের নামে কোটি কোটি ডলারের মানহানি মামলা ডজন হিসাবে দায়ের হতে থাকলো। রিপোর্টারের উপর হামলা হয়ে গেলো। মন্ত্রীরা ফ্যাসিবাদী কায়দায় হুমকি ধমকি দিতে লাগলেন। অর্থাৎ, যত যাই ঘটুক দেখা যাবেনা, ধরা যাবেনা, বলা যাবে না কথা!

www.pathagar.com

এ সরকারের আমলে দেশব্যাপী যাত্রা হাউজির নামে যে বেহায়াপনা শুরু হয়েছে তা ভুক্তভোগী অভিভাবক, নিকট অঞ্চলের ছাত্রী, তরুণী, গৃহবধু তথা নারীসমাজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। উঠতি বয়সী তরুন, ছাত্র ও যুব সমাজ রাত ভর যাত্রাদলের নর্তকীদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, প্রায় নগ্ননৃত্য ও অরুচিকর সংলাপ, গান, আর অশালীন খিস্তি দেখে বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বাড়ি ফিরছে। এলাকায় চুরি, ধর্ষন, ডাকাতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু করার কিছু নেই। শাসক দলীয় লোকজন টাকা পয়সা কামাইয়ের সুযোগ হিসাবে এসব ধর্ম, সমাজ ও শালীনতা বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মাথার উপর রয়েছেন দেশীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক আঁতেলরা। সাধারণ ভদ্র সমাজ, ধর্মপ্রাণ ও স্বাভাবিক সামাজিক মানুষ যে এতে কত কষ্ট যাতনা ভোগ করছে, সরকারের প্রতি কতটুকু মনক্ষুন্ন হচ্ছে- এটা যদি নেতারা বুঝতেন!

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের একটি ইস্যু যত না স্বাভাবিক ও যৌক্তিক তার চেয়ে ১০০গুন বেশী আরোপিত কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমুলক ভাবে ১/১১ পরবর্তী ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের আগে পরে চাঙ্গা করা হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে না কি ইচ্ছাকৃতভাবেই ১/১১ তে দেশী বিদেশী বিশ্বাসঘাতকচক্র ইঙ্গ-মার্কিন ভারত অক্ষশক্তির হাতে সুকৌশলে বাংলাদেশের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়, এর ঠিক তিন বছর পর ২০১০-এর ১/১১ কে বেছে নেয়া হয় দিল্লীর দরবারে গিয়ে বাংলাদেশের সব দুয়ারের চাবি তুলে দেয়ার জন্য। জাতি লক্ষ্য করেছে ১০ জানুয়ারী '৭১ ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আর ২০১০ সালের এ ১০ জানুয়ারীই নির্ধারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যার ভারত গমন দিবস। এ যেন বর্তমান বঙ্গবন্ধু পরিবারের এক ধরনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। প্রধানমন্ত্রী ১৫ আগষ্টের পর ক'বছর স্বামী সন্তান নিয়ে দিল্লীর আশ্রয়ে ছিলেন। এ জন্য যদি তার এত কৃতজ্ঞতা, এত

www.pathagar.com

নষ্টালজিয়া তাহলে বাংলার মানুষ কি বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যাকে এমন কিছুই দেয়নি যে জন্য তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন? এটা তো তার শপথ এবং অঙ্গীকারের অংশ।

বাংলাদেশের সকল অর্জন, গৌরব ও শক্তিকে যারা নিঃশেষে ধ্বংস করতে চায়। যারা এ দেশকে ভিনদেশীদের অভয় বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। আধুনিক সময়ের উপনিবেশ কায়েম করতে চায়, তাদের মাথা থেকেই বের হয়ে এসেছে যুদ্ধাপরাধীদের মীমাংসিত ইস্যুকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশে চরম অস্থিরতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। নতুন প্রজন্মের দক্ষ চরিত্রবান আদর্শ কর্মশক্তির প্রতি হুমকি ছুঁড়ে দিয়ে নব্য দখলদার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের চ্যালেঞ্জ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কোটি মানুষের চেতনায় আঘাত হেনে তারা কি নগদ একটি গৃহযুদ্ধ বাধাতে আগ্রহী? তারা কি ভেবেছে শত অন্যায় ও অবাঞ্ছিত আচরণেও বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকৃত দেশপ্রেমিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকবে? নিজেদের নীরব মৃত্যু, স্বাধীন দেশের কৌশলপূর্ণ অবসান ও জাতির মরণকালের শেষ রক্তক্ষরণ চেয়ে চেয়ে দেখবে?

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, সরল সহজ গরিব জনগণ তাদের ছিনতাই হয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ, অমাবস্যা কবলিত স্বাধীনতা, আরোপিত ইতিহাস ও আচ্ছন্ন সংস্কৃতিকে বিশ্বাস ও চেতনার শিলায় নতুন করে শানাতে অবশ্যই এক মুহূর্তও সময় নেবে না। বঙ্গবন্ধুর মতই কেউ একজন আবার তাদের ডাক দেবেন। পাকিস্তান তৈরির কারিগর বঙ্গবন্ধু যেমন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম দিতে পারলেন। আজকের বাংলাদেশে পাকিস্তান রক্ষার অঙ্গীকার পূরণে সচেষ্ট ছিলেন এমন লোকেরাও বাংলাদেশ রক্ষার চূড়ান্ত লড়াইয়ে সবার আগে জীবন

www.pathagar.com

উৎসর্গ করতে পারেন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন এমন অনেকেই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার বানানোর ঘৃণিত খেলায় মেতে ওঠেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন নিয়মতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য অস্থিরতার সূচনা করা হলে যারা সর্বনাশ করছেন সকলের আমলনামারই হিসাব নিকাশ শুরু হতে পারে। জনগণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশ, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী হাজার হাজার নাগরিক হত্যা, দুর্নীতি ও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিচারও শুরু করতে পারে। ১/১১ ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সাথে যেসব ব্যক্তি বিশেষভাবে যুক্ত তাদের জনগণ আশা করি চিনে নিতে পারবে। স্বাধীন দেশের ৩৮ বছর কারা কি উপায়ে দেশের জাতীয় ঐক্য সংহতি অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি বিনাশে কাজ করেছে এ সবও সচেতন জনগণ জানে। প্রয়োজনে দেশ ধ্বংস ও স্বাধীনতা বিলোপের সাথে জড়িত নব্য মীরজাফরদের নামের তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশেষ করে দেশী বিদেশী সকল কুচক্রীর এটাও বুঝা উচিত যে, এটা '৭১ '৭৫ বা '৮৮ সাল নয় এ হচ্ছে ২০১০। হৃদপিন্ডে আঘাত করা হবে আর বাংলাদেশ ঘুমিয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তাছাড়া, বাংলাদেশ কেন বার বার বিদ্রোহ করে, কেন বার বার গর্জে উঠে, কেন বার বার স্বাধীন হয়- এটা যদি ইহুদী নাসারা ও হিন্দু নেতারা চিন্তা করেন তাইলে তারা বুঝবেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানেরা এখনও মরে যায়নি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, জামায়াত ইত্যাদি দলে ঈমানদার স্বাধীনচেতা ও বিবেচক লোক যথেষ্ট রয়েছেন। সবাই দালাল হয়ে যাননি। কেবল বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও নাতি নাতনিদের হাত করে, কিছু ব্যক্তিত্বহীন নেতা কর্মী ক্রয় করে, হাতে গোনা কিছু মীর জাফর নিযুক্ত করেই বাংলাদেশকে গিলে ফেলা যাবে না।

www.pathagar.com

ইহুদী নাসারা ও ব্রাহ্মক্ষত্রবাদী অক্ষশক্তি তাদের স্বাভাবিত কূট কৌশল কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারলে তো খুশীই হবে। তবে বাধাগ্রস্ত হলে তারা যে কোন হিংস্রতা ও নৈরাজ্যের আশ্রয় নিতে পারে। আর্মি বিডিআর ধ্বংসে দুর্বোধ্য অথচ নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানকেও তখন কোন পদক্ষেপ নিতে দেয়া হয়নি। তারা মূল খুনীদের সাথে বৈঠক করে অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণাও দেন। কারা সেদিন বৈঠকে এসেছিল তার রেকর্ড প্রকাশ করার সাহস পান না। তাদের তারা চিনলেও নাম মুখে নিতে পারেন না। সবকিছু জেনেও না জানার ভান করতে হয়। এর আলোকেই আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষদের ভয় হয়, দেশের স্বাধীনতা, স্বার্থ, সম্মান ও সুস্থতার কথা যারা এখন এই দুঃসময়েও বলছেন, সেসব রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আলেম, পীর, মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট নাগরিক ও যুবা-তরুণদের উপরও না আবার শয়তানী শক্তির হামলা শুরু হয়। নানা কায়দায় প্রাণনাশ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গৃহযুদ্ধ, অশান্তি, নৈরাজ্য ইত্যাদি সবকিছুই তো শয়তানী চক্রের পক্ষে সম্ভব। এমতাবস্থায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনা ও বীর বাংগালী মুসলমানের চির উন্নত সাহসের ঐতিহ্য স্মরণে রেখে পাল্টা আঘাতের মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির আভাস পেলেই বঙ্গবন্ধুর সেই অমোঘ বাণী স্মরণে এনে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। কেননা, শত্রুরা বসে নেই। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচারে দল মত আদর্শ ও আচরণ নির্বিশেষে দেশরক্ষার প্রয়োজনে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, নেতৃত্ব ও সম্পদ রক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যদি গায়ে পড়ে কেউ লড়তে আসে তাহলে সে লড়াইয়ে জিততেও হবে।

www.pathagar.com

ইঙ্গ-মার্কিন ভারত অক্ষশক্তি এক হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি লংঘন করে ট্রানজিটের নামে করিডোর নিতে সচেষ্ট। এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও বাংলাদেশকে যথা নিয়মে সংযুক্ত হতে না দিয়ে ভারতের ষোল আনা স্বার্থ রক্ষায় রুট নির্ধারণ করতে হচ্ছে। সর্বাবস্থায়ই বাংলাদেশ নানা রকম ক্ষতি, শংকা, ঝুঁকি ও হুমকির মুখেই পড়তে বাধ্য। এ সময় ১/১১, ২০১০- এর দিল্লী চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী ভারতের কিছু মিছে বুলি আর আশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশের অনেক কিছু উজার করে দিয়ে এসেছেন। বিএনপি, জামায়াত সহ সরকারের বাইরের অন্যান্য দল এসব বিষয় কিভাবে নেয়, জনগণ তা দেখার অপেক্ষায় আছে।

দেশের আলেম সমাজ ও ইসলামপ্রিয় জনতা আশংকা করছে ইসলামী রাজনীতি, সংঘ, সমিতি করার অধিকার হরণ, ইসলামী শিক্ষা সংকোচন, 'আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস'- সংবিধান থেকে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে '৭২- এ ফিরে যাওয়ার চাতুরিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার উদ্যত। সরকার আলেম উলামাদের বুঝাতে চান, প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস বাণী শুনান যে, মসজিদ মাদরাসা আলেম উলামা পীর মাশায়েখ বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আবার নির্দ্বিধায় তারা সাংবিধানিকভাবে ইসলামের ও ঈমানের গোড়া কেটে দিতে সচেষ্ট। তারা ফতোয়া তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থার চর্চা ও অনুশাসন নিষিদ্ধ করে দিতে আদেশ জারি করেন। তারা কুরআন পরিবর্তন করে নতুন বিধান করার ঘোষনা দেন। সরকার কি জনগণ ও আলেম সমাজকে বোকা মনে করছেন? ইসলাম, ঈমান ও পবিত্র কোরআন নিশ্চিহ্ন করে তারা মিষ্টি কথা বলে বা পিঠে হাত বুলিয়ে আলেমদের ঘরে বসিয়ে রাখবেন বলে ভাবলেন কী করে? তারা অবিলম্বে নিবৃত না হলে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্যে সরকার দায়ী হবেন।

www.pathagar.com

আমরা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাববার জন্য দেশের সম্মানিত আলেম সমাজ ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই। ক্ষুদ্র স্বার্থ, সাময়িক লোভ-লালসা, দলীয় সংকীর্ণতা, নেতৃত্বের অন্ধ অনুসরণ, বিবেকবর্জিত আনুগত্য ভুলে আল্লাহর দিকে চেয়ে আওয়ামী লীগ, মহাজোট, বিএনপি-৪দলীয় জোট, অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণ দেশ ও জাতিকে নিয়ে ভাবুন। নিঃসন্দেহে আমরা কঠিন সময়ে প্রবেশ করেছি। একটি মারাত্মক দুঃসময় অতিক্রম করছি। মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের আত্মা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হাজারো মায়ের বেদনা ছেয়ে আছে আমাদের হৃদয়ে। আমাদের সতর্ক হতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ, সরল সহজ স্বাধীনচেতা বাংলার মানুষের কষ্টসহিষ্ণু জীবন সংগ্রাম ও নিষ্ঠাভরা প্রার্থনাই এ দেশকে মুক্ত স্বাধীন রাখবে। ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকদের অস্তিত্ব প্রতারিত প্রবঞ্চিত মজলুমের অভিসম্পাতের তীব্র দহনেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

❊ ❊ ❊

www.pathagar.com